২১.১২.২০২৩

ক্রম নং ১৪

সিটি. ৩২

পি.এ.

২০১৭ সালের সিআরআর ৯১১

রাজ কিশোর মোদী ও অন্যান্য

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য এবং অন্যরা

সুশ্রী রুবি মুখার্জি,

..... আবেদনকারীদের জন্য

শ্রী বিশ্বজিৎ মান্না,

শ্রী সোমনাথ রায়

শ্রী প্রশান্ত কুমার সিংগাল

..... ২ নং বিরোধী দলের জন্য

সুশ্রী অনসূয়া সিনহা

শ্রী পিনাক কে. মিত্রা

..রাষ্ট্রের জন্য

আবেদনকারীরা অভিযুক্ত ব্যক্তি হিসেবে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ৪০৬/৪২০ এবং ধারা ১২০খ এর অধীনে, বর্তমানে বারাসাতের মাননীয় মুখ্য বিচারিক ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে বিচারাধীন রাজারহাট থানার মামলা নং ৪৯/২০১৭, তারিখ ২৫.০২.২০১৭-এর প্রথম তথ্য প্রতিবেদন বাতিল করার জন্য ১৯৭৩ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২-এর অধীনে এই আবেদনটি দায়ের করেছেন।

দরখাস্তকারীদের পক্ষ থেকে দাখিল করা হয় যে, উভয় পক্ষ তাদের বিরোধগুলি সৌহার্দ্যপূর্ণভাবে আদালতের বাইরে নিষ্পত্তি করেছে এবং বিপরীত পক্ষ নং ২ ইতিমধ্যেই গ্রীনটেক আইটি সিটি প্রাইভেট লিমিটেড থেকে অনলাইন ব্যাঙ্ক ট্রান্সফার (আরটিজিএস) এর মাধ্যমে ২৪, ৬৪,০৫৩/- টাকা পেয়েছে এবং সুদ হিসাবে চেকের মাধ্যমে ১৩, ৩০,৫০৭/- টাকা

সম্পূর্ণ এবং চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হিসাবে এবং উল্লিখিত পরিমাণ পাওয়ার পরে, প্রকৃত অভিযোগকারীর বর্তমান আবেদনকারীদের বিরুদ্ধে কোন দাবি বা অভিযোগ নেই। ওই চিঠিটি রাজারহাট থানার ইন্সপেক্টর-ইন-চার্জ, রাজারহাটকেও জানানো হয়েছিল।

রাজ্যের জমা দেওয়া রিপোর্টও মীমাংসার বিষয়ে একই ইঙ্গিত দেয়।

প্রকৃতপক্ষে অভিযোগকারীর অভিযোগ ছিল, গ্রীনটেক আইটি সিটি প্রাইভেট লিমিটেড বৈদিক ভিলেজে একটি ফ্ল্যাটের বুকিং পরিমাণ পেয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীতে তফসিলকৃত জমিতে কোনো উন্নয়ন কাজের সন্ধান পাওয়া যায়নি। একই সঙ্গে গ্রিনটেক আইটি সিটি প্রাইভেট লিমিটেড এর কর্তৃপক্ষ এবং ইন্ডিয়া বুলস ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিসেস লিমিটেড বুকিং এর পরিমাণ ফেরত দিতে অস্বীকার করে। গ্রীনটেক আইটি সিটি প্রাইভেট লিমিটেডের পরিচালক রাজ কিশোর মোদী এবং উদয় মোদী, ইন্ডিয়া বুল ডিস্ট্রিবিউশন সার্ভিসেস লিমিটেডের ডিরেক্টর এবং অন্যান্যদের বিরুদ্ধে আইপিসি ধারা ৪০৬/৪২০/১২০খ এর অধীনে একটি মামলা নথিভুক্ত করা হয়েছে।

এই সংশোধনী আবেদনের মাধ্যমে উক্ত এফআইআরটি এই আদালতে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছিল। এটি একটি মামলা যে দাবি করা হয়

নাগরিক প্রকৃতি

তদ্ব্যতীত, আবেদনকারীরা তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য পুলিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা ৪১ক নোটিশ মেনেছে যেহেতু তারা অভিযোগের মতো কোনো অপরাধ করেনি।

ইতিমধ্যে, ১০ ই মার্চ, ২০১৭ তারিখে হলফনামা আকারে একটি চুক্তিতে প্রবেশের মাধ্যমে

উভয় পক্ষের মধ্যে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হয়েছে। সুদ সহ সম্পূর্ণ অর্থ সত্যায়িত অভিযোগকারীকে প্রদান করা হয়েছে এবং মীমাংসার ঘটনাটি প্রকৃত অভিযোগকারীর দ্বারা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি রাজারহাট থানার অফিসার ইনচার্জকেও জানানো হয়েছিল। তদ্ব্যতীত, পিটিশনকারীদের এবং বিপরীত পক্ষ নং ২-এর জন্য বিজ্ঞ কৌঁসুলিরাও উল্লিখিত তথ্যগুলি স্বীকার করেছেন এবং দাখিল করেছেন যে প্রক্রিয়াটির আরও ধারাবাহিকতা আইনের প্রক্রিয়ার অপব্যবহার ছাড়া আর কিছুই নয়।

উপরোক্ত তথ্য ও পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে, এফআইআর হচ্ছে রাজারহাট পি.এস. মামলা নং ৪৯/২০১৭ তারিখ ২৫.০২.২০১৭ ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০খ সহ পঠিত ধারা ৪০৬/৪২০ এর অধীনে চালিয়ে যাওয়া উচিত নয় কারণ বিরোধটি ব্যক্তিগত প্রকৃতির এবং পক্ষগুলি এখন সমঝোতার মাধ্যমে তাদের সম্পূর্ণ বিরোধের সমাধান/ নিষ্পত্তি করেছে। যেহেতু দোষী সাব্যস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দূরবর্তী এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন এবং ফৌজদারি মামলার ধারাবাহিকতা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের চরম নিপীড়ন এবং কুসংস্কারের মধ্যে ফেলবে এবং অভিযোগকারীর সাথে সম্পূর্ণ এবং সম্পূর্ণ নিষ্পত্তি এবং আপস সত্ত্বেও ফৌজদারি মামলা বাতিল না করার ফলে তাদের প্রতি চরম অবিচার হতে পারে। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ এর ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার পরে এটি বাতিল করা যেতে পারে।

তদনুসারে, আমি ফৌজদারি কার্যবিধির ধারা ৪৮২ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করতে আগ্রহী এবং রাজারহাট পি.এস. মামলা নং ৪৯/২০১৭

২৫.০২.২০১৭ তারিখে ভারতীয় দণ্ডবিধি, ১৮৬০ এর ধারা ১২০খ সহ পঠিত ধারা ৪০৬/৪২০ এর অধীনে এখন বিজ্ঞ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের সামনে মুলতুবি রয়েছে এইভাবে বাতিল করা হয়েছে।

অন্তর্বর্তী আদেশ, যদি থাকে, তাও বাতিল করা হয়।

২০১৭-এর সিআরআর ৯১১, এইভাবে, নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

এই আদেশের একটি অনুলিপি তথ্যের জন্য নীচের শিক্ষিত আদালতে পাঠানো হোক।

সমস্ত পক্ষকে এই আদালতের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট থেকে যথাযথভাবে ডাউনলোড করা এই আদেশের অনুলিপির পরিপ্রেক্ষিতে কাজ করতে হবে।

এই আদেশের জরুরী ফটোস্ট্যাট প্রত্যয়িত অনুলিপি, আবেদন করা হলে, সমস্ত আইনি আনুষ্ঠানিকতা গ্রহণ করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পক্ষগুলিকে সরবরাহ করা হবে

(বিচারপতি, অজয় কুমার গুপ্ত)

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।